মানুষ পানির বিকল্প উৎস খুঁজছে
বিস্তারিত প্রথম পৃষ্ঠায়

রান্নার জ্বালানী নিয়ে উদ্বেগ
বিস্তারিত দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি
রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন
ইস্যু ২০ × রবিবার, ০৩ মার্চ ২০১৯

নলকূপের সংখ্যা কমে যাওয়ায় পানির চাহিদা মেটাতে মানুষ বিকল্প উপায় খুঁজছে

সূত্র: এই বিশ্লেষণটি **জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০১৮** সময়কালে, **ক্যাম্প নম্বর ১ই, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৩ এবং ২৪** (N=১৫৪৩) থেকে, **আইওএম** এবং **এসিএফ** দ্বারা সংগৃহীত জনগোষ্ঠীর মতামত-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এই সমস্যাগুলো সম্পর্কে বিশদ জানার জন্য ২০ জানুয়ারি ২৪ নম্বর ক্যাম্পে দলগত আলোচনার (এফজিডি) আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষজনের মধ্যে পানি ব্যবহার করার বিষয়টি অন্যতম প্রধান উদ্বেগের কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। নিকটতম পানির উৎসের দূরত্ব নিয়ে অভিযোগের পরিমান দৃশ্যমান হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পাওয়া পানি বিষয়ক সকল মতামতের মধ্যে পানির উৎসের দূরত্ব সংক্রান্ত মতামত ছিল ৭৭%, যা বছরের বিগত মাসগুলোর তুলনায় অনেক বেশি।

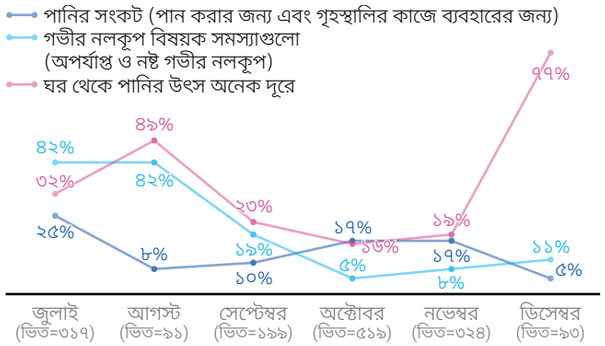

চিত্র ১: জুলাই থেকে পানি বিষয়ক উদ্বেগ (N=১৫৪৩)

ফোকাস দল আলোচনায় রোহিঙ্গারা বিশদভাবে জানিয়েছেন যে, যখন তারা নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহ করতে পারেন না তখন তারা নিকটতম জলাশয় বা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ঝর্ণায় পানি সংগ্রহ করতে যান। এই নলকূপের অভাব ও পানির উৎসের দূরত্ব বৃদ্ধি, এ সংক্রান্ত মতামত হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার কারন হতে পারে। গুণগত বিশ্লেষণ নির্দেশ করে যে, প্রধানত দুটি কারণে, পূর্বে যেসব নলকূপ ব্যবহার করা যেত তা এখন ব্যবহার করা যাচ্ছে না:

পানির উৎসগুলোর ব্যবহার নিয়ে আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়ের থেকে বাধা বাড়ছে

অনেক রোহিঙ্গা জনগণ আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভাগাভাগি করে গভীর নলকূপ ব্যবহার করেন। তারা জানিয়েছেন আগের তুলনায় তারা আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বেশি সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। কিছু কিছু জায়গায়, আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠী নলকূপের পানি তোলার প্রধান যন্ত্রপাতি সরিয়ে রেখে রোহিঙ্গাদের নলকূপ ব্যবহার করতে বাধা দিচ্ছেন। এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় পানি আনতে গেলে তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয় বলে রোহিঙ্গারা জানিয়েছেন।

পানি প্রাপ্যতার সময় কমে যাওয়া

রোহিঙ্গারা জানিয়েছেন পানির উৎসগুলো স্থাপনের পরে দিনে দুইবার ২-৩ ঘন্টা পর্যন্ত পানির পাম্প খোলা থাকতো। কিন্তু ডিসেম্বর থেকে এই সময় কমে দিনে একবার ১-১.৫ ঘন্টা খোলা থাকে। ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন তাদের পরিবারের প্রয়োজন (খাওয়ার পানি, রান্নার পানি, কাপড় ধোয়া, গোসল করা এবং পয়নিষ্কাশনে ব্যবহারের জন্য) অনুযায়ী পানি সংগ্রহের জন্য এই সময় যথেষ্ট নয়। তারা আরো জানিয়েছেন যে, নলকূপের সামনে তাদেরকে লম্বা লাইনে অপেক্ষা করতে হয়, এবং কখনো কখনো পানি আনতে যাওয়া, ফিরে আসা, লাইনে দাঁড়ানো ও পানি সংগ্রহ করা, এই সব মিলিয়ে তাদের দৈনিক প্রায় তিন ঘন্টা সময় লেগে যায়। যদি পানির ট্যাংক ভর্তি না হয়, আর পানির চাপ যদি যথেষ্ট বেশি না থাকে তাহলে পানির পাত্র ভর্তি করতে এর চেয়েও বেশি সময় লাগতে পারে। লোকেরা আরো জানিয়েছেন যে তারা বেশি পানি জমিয়ে রাখতে পারেন না কারণ বালতি, কলসি (পানি রাখার পাত্র) আর গামলার অভাব রয়েছে। কখনো কখনো তারা পানি সংগ্রহ ও জমিয়ে রাখার জন্য একই পাত্র ব্যবহার করেন।

> “পানি সংগ্রহের জন্য যখন পরিবারে কোন পুরুষ সদস্য থাকে না আর যখন তাদের পানি জমা করে রাখার জন্য যথেষ্ট পাত্র থাকে না তখন নারীরা অনেক ভোগান্তির শিকার হন।”
>
> – নারী, ১৮

জলাশয় এবং প্রকৃতিক ভাবে সৃষ্ট ঝর্ণার উপরে নির্ভরতা বেড়ে যাওয়ার কারণে পানি-বাহিত রোগের ঝুঁকির পাশাপাশি কিছু পরিবারের খরচও বেড়েছে। অংশগ্রহনকারী নারীরা উল্লেখ করেছেন, যদি পানি সংগ্রহের জন্য ঘরে পুরুষ না থাকে তাহলে তারা পানি আনার জন্য অন্য লোক কিংবা শিশুদের টাকা দেন।

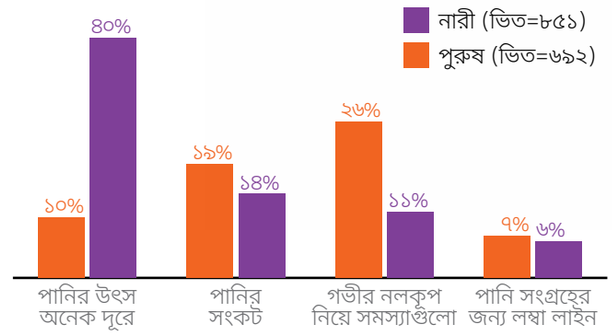

চিত্র ২: নারী ও পুরুষের মধ্যে পানি-সম্পর্কিত অভিযোগ

যদিও নারীরাই বেশির ভাগ সময় পানি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তারপরও নারী ও পুরুষ উভয়েই পানি নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। তবে পানি সম্পর্কিত সমস্যাগুলো উত্থাপনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষদের মধ্যে দৃশ্যমান পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পাশের চিত্রে দেখা যায়, পানি নিয়ে মতামত দেয়া নারীদের ৪০ শতাংশ ঘর থেকে পানির উৎসের দূরত্ব সংক্রান্ত বিষয়টি উত্থাপন করেছেন, যা একই বিষয়ে পুরুষদের মতামতের তুলনায় অনেক বেশি। এটা সম্ভবত নারী ও পুরুষের কাছে গ্রহনযোগ্য দূরত্ব কতোটুকু তা অনুধাবনের পার্থক্য নির্দেশ করে। যেহেতু নারীরা ঘরের বাইরে গিয়ে পানি সংগ্রহ করার জন্য বোরকা পড়ার প্রয়োজন অনুভব করতে পারেন, আবার পানি সংগ্রহ করতে যাওয়ার সময় হয় শিশুদের ঘরে রেখে অথবা তাদের সঙ্গে নিয়ে পুরো পথ আসা-যাওয়া করতে হয়, তাই পুরুষের চেয়ে নারীর জন্য পানির উৎসের দূরত্ব অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হতে পারে, যা এই সংক্রান্ত মতামতের বিশ্লেষণে প্রতিয়মান হয়।

গ্যাস সিলিন্ডার বিতরণ সত্ত্বেও রান্নার জ্বালানী এখনো একটি প্রধান আশঙ্কার বিষয়

সূত্র: ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে আই.ও.এম ও এ.সি.এফ আয়োজিত ১,৩০৮টি শ্রোতা দলের আলোচনায় প্রায় ২৭,০০০ অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত। ক্যাম্প নম্বর ১ই, ২, ৩, ৯, ১০, ১৪, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪ এবং ২৫ থেকে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছিল। এছাড়াও ৫ থেকে ১৭ জানুয়ারির মধ্যে ২০ জন কমিউনিটির প্রতিবেদক এবং একজন ফিডব্যাক ম্যানেজার কোবো কালেক্ট অ্যাপের মাধ্যমে ক্যাম্প নম্বর ১ই, ১ডব্লিউ, ২ই, ২ডব্লিউ, ৩, ৪, এবং ৪-এক্সটেনশন থেকে মতামত সংগ্রহ করেছেন। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রধান আশঙ্কা এবং প্রশ্নগুলো তুলে ধরার জন্য মোট ৪১৫টি কথোপকথন বিশ্লেষণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৭% কথোপকথন জ্বালানী সংক্রান্ত ছিল। এছাড়া, এই আশঙ্কাগুলোর অন্তর্নিহিত কারণগুলো আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য ২৩ নম্বর ক্যাম্পে দলগত আলোচনার (এফজিডি) আয়োজন করা হয়।

ক্যাম্পে আসার পর থেকেই রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য রান্না করা, বিশেষভাবে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করা নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা একটি প্রধান আশঙ্কার বিষয় ছিল এবং এখনো আছে। এই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার জন্য ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে ত্রাণ সংস্থাগুলো গ্যাস সিলিন্ডার বিতরণ করা শুরু করে। এছাড়াও ত্রাণ বিতরণের অংশ হিসেবে কিছু সংস্থা জ্বালানী কাঠও সরবরাহ করছে।

তবে, এই উদ্যোগগুলো সত্ত্বেও এখনো রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য জ্বালানী কাঠের অভাব আশঙ্কার একটি প্রধান বিষয়। শ্রোতা দলের যে অংশগ্রহণকারীরা এই সমস্যাটি তুলে ধরছেন তাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে এবং এর মধ্যে ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে শ্রোতা দলের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অংশগ্রহণকারী (২২%) জ্বালানী কাঠের সমস্যার কথা জানিয়েছেন (নীচের গ্রাফটি দেখুন)। ফোকাস দলের অংশগ্রহণকারীরা এই বিষয়টির ওপরেও জোর দিয়েছেন যে তারা বিভিন্ন ফোরামে এনজিও'দের সাথেও জ্বালানী কাঠ পাওয়ার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কমিউনিটির সংবাদদাতাদের সংগৃহীত মতামত থেকে আরো জানা যায় যে, রোজ রান্নার জন্য তারা যে বিভিন্ন ধরণের জ্বালানী ব্যবহার করেন সেগুলো নিয়েও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেশ কিছু আশঙ্কা রয়েছে।

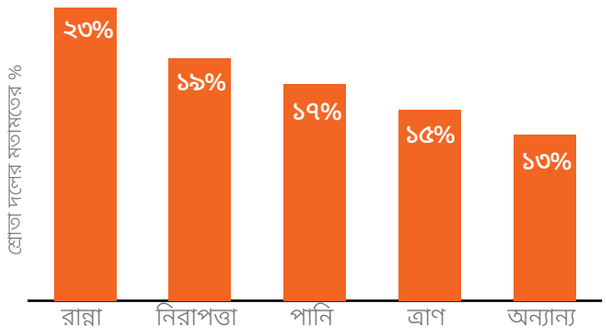

চিত্র১: রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রধান আশঙ্কাগুলি, অক্টোবর ২০১৮ থেকে জানুয়ারি ২০১৯ (N=১৩০৮)

জ্বালানী পাওয়া এবং ব্যবহার নিয়ে বর্তমান আশঙ্কাগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- জ্বালানী কাঠের অভাব
- পাহাড় থেকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করার সময় স্থানীয় বাংলাদেশীদের সাথে বিরোধ
- কাঠ জ্বালিয়ে রান্নার সময় অতিরিক্ত ধোঁয়া তৈরি হওয়ার কারণে রোহিঙ্গাদের নিজেদের মধ্যে কলহ
- গ্যাস সিলিন্ডার রিফিল নিয়ে সমস্যা

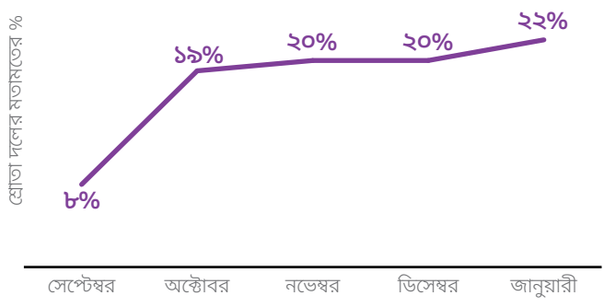

চিত্র২: শ্রোতা দলগুলোতে জ্বালানী কাঠের অভাব সম্পর্কে জানানো অভিযোগ

রান্না সংক্রান্ত মতামতের অধিকাংশই জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করার সমস্যা নিয়ে ছিল। গ্যাসের চুলা বা গ্যাস সিলিন্ডারের চাহিদা নিয়ে খুব কম মতামত জানানো হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, এমনকি যে ব্লকগুলোতে চুলা ও সিলিন্ডার বিতরণ করা হয়েছে সেখানেও সরবরাহে কিছু খামতি আছে বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে এমন ধারণা রয়েছে যে তাদের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করা হচ্ছে না।

যে পরিবারগুলো গ্যাস পায় তাদের জ্বালানী কাঠ দেয়া হয় না, অর্থাৎ সময়মত গ্যাসের রিফিল না পেলে এখনো সেই পরিবারগুলোকে আগের মতোই জ্বালানী কাঠ বা অন্যান্য দাহ্য উপাদান সংগ্রহ করতে হয়। তবে, যে পরিবারগুলো কোনো গ্যাসের চুলা পায়নি এবং এখনো জ্বালানী কাঠ পাচ্ছেন তারা বলেছেন যে তাদেরকে যে পরিমাণ জ্বালানী কাঠ দেয়া হয় তা ৭-১০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যায়, যে কারণে মাসের বাকি দিনগুলোর জন্য তাদেরকে লাকড়ি বা অন্যান্য বিকল্প জ্বালানী খুঁজে নিতে হয়।

> "একেবারে শুরু থেকেই আমরা রান্না নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলাম। রান্না করার জন্য আমরা লাকড়ি সংগ্রহ করতাম তবে এখন তা আর পাওয়া যাচ্ছে না। আর ত্রাণ হিসেবে কেউ লাকড়ি দিচ্ছে না, তাই আমাদের শিশুরা পাতা ও প্লাস্টিক সংগ্রহ করে আনে যা আমরা রান্নার কাজে ব্যবহার করি। তবে এতে অতিরিক্ত পরিমাণে ধোঁয়া তৈরি হয় এবং আমরা ভালোভাবে রান্না করতে পারি না। আমরা এই সমস্যা নিয়ে অসংখ্যবার অভিযোগ জানিয়েছি।"
>
> – নারী, ২৫, শ্যামলাপুর

> "মাসে আমরা ১ থেকে ৪ জন লোকের জন্য এক ব্যাগ জ্বালানী কাঠ পাই কিন্তু ওগুলো পাঁচ থেকে দশ দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যায়...রান্নার জন্য আমাদের অতিরিক্ত জ্বালানী কাঠ কিনতে হয়।"
>
> – পুরুষ, ৩৬, ক্যাম্প ২ই

ডাল বা তেলের মতো ত্রাণ সামগ্রী বিক্রি বা বিনিময় করে জ্বালানী কাঠ কেনা খুবই সাধারণ ঘটনা। এক আঁটি জ্বালানী কাঠের দাম প্রায় ১৫০ টাকা এবং তাতে পাঁচ বা ছয় সদস্যের একটি পরিবারের দুই থেকে তিন দিন চলে। জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে আনার জন্য কোনো পুরুষ নেই এমন নারী-প্রধান পরিবারে জ্বালানী কাঠ কেনাই একমাত্র উপায়। জ্বালানী কাঠ কিনতে তাদেরকে তাদের ত্রাণ সামগ্রী যেমন তেল বা ডালের কিছু অংশ বিক্রি করে দিতে হয়। মাঝে মাঝে তারা বিকল্প জ্বালানী হিসেবে শুকনো পাতা ব্যবহার করেন।

এছাড়াও মানুষ জানিয়েছেন যে জ্বালানী কাঠ জোগাড় করতে তাদের দূরের পাহাড়ে যেতে হয়। পুরুষরা সাধারণত জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের জন্য পাহাড়ে যায়, কখনও কখনও নারী এবং ১০ বছরের বেশি বয়সী শিশুরা তাদের সাথে যোগ দেয়। এটা ঝুঁকির কাজ কারণ প্রায়শই স্থানীয় বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের সাথে সম্পদ-সংস্থান নিয়ে বিরোধ তৈরি হয়, এবং স্থানীয় জনগণ সাধারণত রোহিঙ্গাদের তাদের এলাকায় জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে দেখলে চিৎকার করে গালিগালাজ করেন। পরিবেশগত কারণে বাংলাদেশ সরকার জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করাকে কোনোভাবেই সমর্থন করে না এবং রোহিঙ্গারা বলেন যে ধরা পড়লে সরকারের বন বিভাগের কর্মকর্তারা তাদের কাঠ কাটার সব সরঞ্জাম এবং জ্বালানী কাঠ বাজেয়াপ্ত করে নেন। মানুষ জানিয়েছেন যে এই ধরনের পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য তারা সাধারণত দশ বা পনের জনের দলে কাঠ সংগ্রহ করতে যান।

> "আমরা জ্বালানী কাঠ আনতে পাহাড়ে যাওয়ার সময় দল বেঁধে যাই যাতে বিপদে পড়লে আমরা একে অপরকে সাহায্য করতে পারি।"
>
> – পুরুষ, ২৭, শামলাপুর

জ্বালানী সংগ্রহ সংক্রান্ত সমস্যা ও বিপদের পাশাপাশি রোহিঙ্গারা কাঠ জ্বালিয়ে রান্না করলে যে ধোঁয়া তৈরি হয় তাতে শ্বাস নেয়া দুষ্কর হয়ে ওঠার কথা জানিয়েছেন এবং যেহেতু ব্লকের ঘন জনবসতিতে ধোঁয়া সহজেই অন্যান্য ঘরেও ছড়িয়ে পড়ে তাই তা সম্প্রদায়ের মধ্যে অশান্তির কারণ হয়ে ওঠে।

গ্যাসের চুলা এই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করছে– তবে সেটা নিয়েও সম্প্রদায়ের উদ্বেগ রয়েছে

কাঠ জ্বালানোর কারণে যে সমস্ত পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আশঙ্কা থাকে সেগুলো সমাধান করার জন্য ২০১৮ সালের প্রথম ছয় মাস থেকে বেশিরভাগ ক্যাম্প জুড়ে গ্যাস সিলিন্ডার বিতরণ করা হচ্ছে। কিন্তু সম্প্রদায়ের যারা গ্যাস সিলিন্ডার পেয়েছেন তাদের অনেকেই বলেছেন যে রিফিল করার কোনো নির্দিষ্ট সময়সূচী না থাকায় এবং গ্যাসের টোকেন পাওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে বিভ্রান্তির কারণে তারা খাবার রান্না করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানী পাচ্ছেন না।

কিছু রোহিঙ্গা জানিয়েছেন যে, তাদের রান্না করার জন্য কখনোই গ্যাস সিলিন্ডার দেয়া হয়নি এবং যতদিন যাবৎ তারা বাংলাদেশে আছেন, তারা সব খাবার রান্না করার জন্য জ্বালানী কাঠ বিতরণ এবং জ্বালানী সংগ্রহ করার ওপর নির্ভর করছেন।

> “আমরা প্রায় ৩ মাস ধরে জ্বালানী কাঠ পাইনি, এটা আমাদের জন্য একটা বড় সমস্যা। কাঠ বিতরণকারীরা আমাদের সম্প্রদায়কে বলেছেন যে আমাদের বিতরণকেন্দ্র বদল হয়েছে এবং আমরা অন্য একটা কেন্দ্র থেকে কাঠ সংগ্রহ করতে পারব। আমরা সেখানে গিয়েছিলাম এবং কিছু পরিবারকে গ্যাসের চুলা দেয়া হয়েছিল, কিন্তু আমাদের ব্লকের পাঁচটি পরিবার তালিকায় ছিল না। আমরা নিজেদের টাকায় কাঠ কিনে রান্না করছি এবং আমরা জানি না কেন আমাদের কাঠ দেয়া হচ্ছে না। আমরা কি রোহিঙ্গা নই? এখন সব পরিবারকে গ্যাসের চুলা দেয়া হয়েছে, তবে ওই পাঁচটা পরিবারকে এখনো চুলা দেয়া হয়নি।”
>
> – নারী, ৩১, ক্যাম্প ১ই

ফোকাস দলের বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারী গ্যাসের চুলা এবং সিলিন্ডার পেয়েছেন, এবং তারা জানেন যে তাদের পরিবারের আকার অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পরে তারা একটা রিফিল পাবেন। সম্প্রতি গ্যাসের চুলা পেয়েছেন এমন নারী অংশগ্রহণকারীরা অবশ্য রিফিল পাওয়ার আগে গ্যাস ফুরিয়ে গেলে কী হবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন।

গ্যাস বিতরণ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত মতামত থেকে এই বিষয়টিও আরো পরিষ্কার হয়ে গেছে যে সিলিন্ডার রিফিল করার ব্যবস্থা নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়েছে। ব্লকে গ্যাস রিফিল করার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার অভাব এবং গ্যাসের জন্য কোথায় টোকেন পাওয়া যাবে তা নিয়ে বিভ্রান্তি থাকায় তা খাবার রান্না করা ও খাওয়ার ওপরেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

> “আমাদের ব্লকে, একটি এনজিও প্রায় ছয় মাস যাবত গ্যাসের চুলা বিতরণ করেছে। যাদের পরিবারে সাত জন মানুষ রয়েছে তাদের গ্যাস সিলিন্ডার আট বার বদলে দেয়া হয়েছে, কিন্তু আমারটা একবারও বদলানো হয়নি। গ্যাস সিলিন্ডারের টোকেন বিতরণের সময়, যখন আমি তাদের কাছে একটা টোকেন চাইলাম, তারা বলল যে তাদের তালিকায় আমার নাম নেই, তাই আমি টোকেন পাব না। তারপরে, আমি অফিসে যোগাযোগ করেছিলাম এবং আমাকে বলা হয়েছিল যে পরের বার আমাকে একটি টোকেন দেয়া হবে। এখন, অন্য আরেকটা সংস্থা বিতরণের কাজ করছে। নতুন সংস্থার লোকেরা গ্যাস টোকেন বিতরণ করতে এসেছিল, কিন্তু আমাকে এখনও কোনো টোকেন দেয়া হয়নি। টোকেন বিতরণকারীদের আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তারা আমাকে তাদের কর্মকর্তার সাথে দেখা করতে বলল। যখন আমি অফিসে গেলাম, তাকে পাওয়া যায় নি ...”
>
> – পুরুষ, ৩৫, ক্যাম্প ৪

এলপিজি চুলা এবং সিলিন্ডার বিতরণ করা শুরু করার পরেও জ্বালানী কাঠের অভাব একটি অন্যতম অভিযোগ হিসেবে উঠে আসছে এবং এই অভিযোগ বেড়ে চলেছে, যার কারণ হতে পারে:

- বিতরণ করা গ্যাসের পরিমাণ পর্যাপ্ত নয় সেই আশঙ্কা এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধারণা যে পরিবারের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্যাস বিতরণ করা হচ্ছে না।
- এলপিজি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব এবং কীভাবে দক্ষতার সাথে এলপিজি ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে জানা ও বোঝার অভাব রয়েছে।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিতভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলি সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলিকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলির চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় করা হচ্ছে এবং এটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'*যা জানা জরুরি*' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।